সংবাদ

তারিখ 03 SEP 2015
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

সিটি করপোরেশনের সিদ্ধান্ত

এবার বেসরকারি স্কুল কলেজের ওপর কর

রাকিব উদ্দিন

মাদ্রাসা ছাড়া সকল প্রকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঢাকা সিটি করপোরেশনের করের আওতায় আনা হয়েছে। শিক্ষানীতিতে শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করতে বলা হলেও বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কিনডার গার্টেনের ওপর বাৎসরিক কর নির্ধারণ করা হয়েছে। করের আওতায় এনে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে কোচিং সেন্টারের। এছাড়া ট্রেনিং সেন্টার, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বেসরকারি ছাত্রাবাসের জন্যও বিভিন্ন হারে কর নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাটের আওতায় ফেলায় শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টির হচ্ছে।

সিটি করপোরেশনের করের তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকায় পরিচালিত বিভিন্ন ব্যবসা, বৃত্ত, পেশা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওপর বিভিন্ন হারে কর আরোপ করার কথা বলা হয়েছে। মোট ১৪৮টি ক্রাইটেরিয়ায় বিভিন্ন ব্যবসা, শিল্প ও সংশ্লিষ্ট পেশার প্রতিষ্ঠান থেকে ভ্যাট আদায়ের কথা বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে শিক্ষক-কর্মচারী সংগ্রামী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী নজরুল ইসলাম রনি সংবাদকে বলেন, 'স্কুল-কলেজ তো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়, তাহলে এগুলোর ওপর কর

বেসরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

বেসরকারি : স্কুল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আরোপ করা হলো কেন? সরকার একদিকে শিক্ষার সম্প্রসারণ চাইছে, অন্যদিকে শিক্ষাকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মনে করছে। এই ভ্যাট আরোপের কারণে শিক্ষার উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত।'

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ট্রেনিং সেন্টার

এখন থেকে প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১০ হাজার টাকা, বেসরকারি কলেজ/স্কুলের জন্য পাঁচ হাজার টাকা, কিনডার গার্টেনের দুই হাজার টাকা, কোচিং সেন্টারের জন্য এক হাজার টাকা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ৫০০ টাকা করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

এছাড়া এক থেকে ৫০ সিট বিশিষ্ট বেসরকারি ছাত্রাবাসের ওপর পাঁচ হাজার টাকা, ৫১ থেকে ১০০ সিট বিশিষ্ট ছাত্রাবাসের জন্য ছয় হাজার টাকা এবং ১০০ সিটের বেশি থাকা ছাত্রাবাসের জন্য ১০ হাজার টাকা বাৎসরিক কর নির্ধারণ করা হয়েছে।

সকল প্রকার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা থেকেই শাখা অনুমোদন, প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি নবায়ন, পাঠদান অনুমোদনসহ বিভিন্ন হারে ফি আদায় করে থাকে শিক্ষা বোর্ডগুলো। বোর্ডের বাইরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারের অন্যকোন সংস্থা কর বা ভ্যাট আদায় করতে পারে কিনা জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবু বক্কর সিদ্দিক সংবাদকে বলেন, 'সাধারণত কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লাভের ওপর সরকার কর বা ভ্যাট আরোপ করে থাকে। আর সিটি করপোরেশন পৌর কর আদায় করে। এ ক্ষেত্রে সিটি করপোরেশন যেহেতু সেবা দিচ্ছে সেজন্য তারা পৌর কর আদায় করতে পারে। তবে আমি যতটুকু জানি সিটি করপোরেশন সবার কাছ থেকে এই কর আদায় করতে পারছে না।'

শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানায়, স্কুল-কলেজের ওপর সিটি করপোরেশন আলাদাভাবে করারোপ করায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কায়েম হলো। একদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেল। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর দুই মন্ত্রণালয় অর্থাৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের শাসন কায়েম হলো।

কী আছে শিক্ষানীতিতে

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর প্রথমেই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোট ৩০টি নীতিগত তাগিদ উল্লেখ করা হয়েছে। এর ৮ নম্বর তাগিদে বলা হয়েছে, 'বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।'

শিক্ষানীতিতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, 'পরীক্ষা পদ্ধতি বা শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান যাচাই বা শিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন করতে হবে। এজন্য ক্লাসরুমের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ সফল করতে হবে। শিক্ষার্থীদের তথাকথিত নোট বই, প্রাইভেট টিউশনি প্রভৃতি অনাকাঙ্ক্ষিত আপদ থেকে মুক্তি দিতে হবে।'

অর্থাৎ শিক্ষানীতিতে প্রাইভেট টিউশনি ও শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের বিরোধিতা করা হলেও সিটি করপোরেশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর কর আরোপের মাধ্যমে শিক্ষানীতির উল্টো কাজ করেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সিদ্দিকী সংবাদকে বলেন, 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর কর আরোপ শিক্ষানীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। শিক্ষানীতির কোথাও বলা নেই যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কর আদায় করতে হবে। সিটি করপোরেশনের এই সিদ্ধান্তের ফলে শিক্ষা সম্প্রসারণ নয়, সংকুচিত হতে পারে। তাই সরকারের এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা উচিত।'